মালদার ট্যাব কেলেঙ্কারিতে বর্ধমান পুলিশের জালে সাইবার ক্যাফের মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর বরাদ্দ ট্যাবের টাকার সঙ্গে যুক্ত কেলেঙ্কারিতে বর্ধমান পুলিশের হাতে ধরা পড়ল সাইবার ক্যাফের এক মালিক। অল্পবয়সী অভিযুক্ত যুবকের ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার ঘটনা জানাজানি হতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে মালদার বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর এলাকার বাড়ি থেকেই সাইবার ক্যাফের মালিক হাসেম আলীকে গ্রেফতার করে বর্ধমান পুলিশ। মঙ্গলবার মালদা আদালতের মাধ্যমে ধৃতকে সাত দিনের জন্য ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। আর এই ঘটনায় সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলার শিক্ষা মহলে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ট্যাব কেলেঙ্কারির পান্ডা এই হাসেম আলীর মাধ্যমে প্রচুর সূত্র বেরিয়ে আসবে। কারা এতদিন ধরে ছাত্রদের লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করার পিছনে যুক্ত রয়েছে, সেটিও জানতে তৎপর তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা হাসেম আলী। তার বৈষ্ণবনগরের এমএলএ মোড়ে রাস্তার ধারে ছোট্ট একটি সাইবার ক্যাফের দোকান রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ ওই যুবক যে বিশেষ কায়দায় পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক বিষয়ে পারদর্শী তা জানতে পেরেও হতবাক হয়েছে পুলিশ। ধৃত হাসেম আলির কাছ থেকে তিন বছরের একটি কম্পিউটার সার্টিফিকেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বর্ধমান জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জুলাই মাসে হাসেম আলি তার মোবাইল ফোনে বাংলা শিক্ষা পোর্টালে ঢোকে। এরপরই পড়ুয়াদের একাউন্টের তথ্য বদলে দেয় বলে পুলিশ এখনো পর্যন্ত জানতে পেরেছে। তারপরে ধীরে ধীরে এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ধৃত হাসেম আলি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ট্যাপ কেলেঙ্কারিতে শুধু হাসেম আলি একা জড়িত নয়। এর পিছনে অনেক বড় বড় মাথা রয়েছে। সেইসব পান্ডাদের সন্ধান পেতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মালদা আদালতের কাছে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে বর্ধমান পুলিশ।

ধৃত হাসেম আলির মা নুরজাহান বেগম বলেন, 'আমার ছেলেকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। ও যদি সত্যি এই কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে থাকত, তাহলে আ জকে আমাদের আধা কাঁচা, আধা পাকা বাড়িতে থাকতে হত না। আমার ছেলের কোনরকম বিলাসবহুল জীবনযাত্রাও ছিল না। সাদামাটা ভাবেই থাকত। তারপরেও হঠাৎ করে পুলিশ এসে ওকে ভিত্তিহীন অভিযোগে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমার ছেলে নির্দোষ।'

উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলার শতাধিক পড়ুয়ার পাশাপাশি মালদা জেলার গাজোল, হবিবপুর এবং হরিশ্চন্দ্রপুরের তিনটি বিদ্যালয়ের প্রায় দেড়শ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়। ঘটনাটি সামনে আসতেই মালদার জেলাশাসকের নির্দেশে শুরু হয় তদন্ত। তিনটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নামে এফআইআর করে জেলা শিক্ষা দপ্তর। এরই মধ্যেই সোমবার গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ মালদায় হানা দিয়ে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে হাসেম আলি নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার সেই মোবাইল ফোনও।

পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে জুলাই মাসে হাসেম আলি একটি মোবাইলে বাংলার শিক্ষা পোর্টাল অ্যাকসেস করে। নিজে একটি অ্যাকাউন্ট মোডিফাই করেছিল হাসেম। যে মোবাইলটি হাসেম ব্যবহার করত, সেটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কিছু নাম আছে বলে পুলিশের অনুমান। ধৃতকে সাত দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার সায়ক দাস।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় টাকা না পাওয়া ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে ট্যাব কেনার টাকা দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

জেলাশাসক আয়েশা রানি জানান, পূর্ব বর্ধমানের ২৮টি স্কুলের ৮৫ জন পড়ুয়া ট্যাবের টাকা পায় নি। ইতিমধ্যেই ৮৪ জন পড়ুয়ার টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। যে সব পড়ুয়ার টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে গিয়েছিল সেই সব পড়ুয়ারা ট্যাবের টাকা পেয়েছে। বর্ধমান শহরের সিএমএস স্কুলের ২৮ জন পড়ুয়াই ট্যাবের টাকা পেয়েছে বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিন্টু রায়।

আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে সিসিটিভি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সিসিটিভি বসানো নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি তার এক্স হ্যান্ডলে সিসিটিভি কেনার টেন্ডার নোটিশ পোস্ট করেন। এরপর সেই পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়ে যায়। বিশেষ করে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে এই দুর্নীতি নিয়ে রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন পড়ে।

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. রমাপ্রসাদ রায় জানান, পুরোটাই স্বাস্থ্যভবন ব্যবস্থা করেছে। স্বাস্থ্য ভবনের লোকজন এসে এখানে সিসিটিভি লাগিয়ে গিয়েছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। অন্যদিকে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, যদি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো নিয়ে দুর্নীতি হয় তার শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন আরামবাগ প্রফুল্লচন্দ্র সেন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৫০টি সিসিটিভি ইনস্টল করতে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৩৯ টাকা এবং পার ইউনিট ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৯৭৪ টাকা। প্রশ্ন উঠছে, একটি সিসিটিভি লাগাতে এত টাকা খরচ হয় কী ভাবে।

এই বিষয়ে এই তথ্য দেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী মন্তব্য করেছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর সরকার সীমাহীন দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত। কিন্তু এই অবিশ্বাস্যকর চমকে দেওয়া দরপত্র সব দুর্নীতিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে মহিলা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকার 'রাতের সাথী' প্রকল্প ঘোষণা করে। এরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর নাকি এ বিষয়ে এধরনের দরপত্র আহ্বান করেছে।

পিকআপ ভ্যানে দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা: সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সোমবার মধ্যরাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের গঞ্জের বাজার এলাকা থেকে পিকআপ ভ্যানে করে বাসন্তীর দিকে যাওয়ার পথে ঢোলাহাট থানার পঞ্চমের মোড়ের কাছে টায়ার ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। সেই পিকআপ ভ্যানে ১৯ জন ছিলেন। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের।

মৃত দম্পতি পাথরপ্রতিমার রাজরাজেশ্বরপুরের বাসিন্দা চন্দ্রকান্ত শি ওরফে রাজু (৩৫), পার্বতী শি (৩০) ও পাথরপ্রতিমার বিশ্বনাথপুরের বাসিন্দা রিন্টু পড়ুয়া (২৮)। আহত অন্তত ১১ জন। আহতদের প্রথমে গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। পরে তাদের ১০ জনকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও বিভিন্ন নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। চালকসহ কয়েক জনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। কিন্তু কী ভাবে একটি মালবাহী পিকআপ ভ্যানে যাত্রী বহন করল সেটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার গঞ্জের বাজার থেকে সুন্দরবন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ১৯ জন যাত্রীকে নিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান বাসন্তীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে তারা লঞ্চে চেপে সুন্দরবন ভ্রমনের জন্য রওনা দেবেন। আসার পথে ঢোলাহাট থানার পঞ্চমের মোড়ের কাছে পিকআপ ভ্যানের টায়ার ফেটে যায় বলে জানা গিয়েছে। এরপর দ্রুতগতিতে আসা পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যাত্রী সহ নিয়ন্ত্রণ হারানোয় ৩ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। দেহগুলির ময়নাতদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে। দ্রুত পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাকি যাত্রীদের প্রাণ বাঁচায়।

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN U65990MH1991PLC060670
রিজিওনাল অফিস : ১২তম তল, থানা সুজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
রেজি. অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
ওয়েবসাইট : www.tatacapital.com

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) (আইন) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল (রুলস) ৩ সংস্থান অধীনে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী হলেন টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (পরবর্তীতে টিসিএল- অধিগ্রহণকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি. (পরবর্তীতে টিসিএফএসএল- স্থানান্তরকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, মুম্বাই কর্তৃক গৃহীত আদেশের মাধ্যমে ট্রান্সফারকারী হিসেবে টাটা ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড ("টিসিএফএসএল") এবং ট্রান্সফারকারী হিসেবে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড ("টিসিএল")-অধিগ্রহণকারী ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩৩ থেকে ২৩২ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ধারা ৬৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে ('উক্ত প্রকল্প') ১২ তলা, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বাই ৪০০ ০১৩-এ আমাদের নিবন্ধিত অফিস রয়েছে।

যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের অধীনে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং আইনের ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিধির ৩ বিধি সহ পঠিত উক্ত আইন, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা(গণ) (সকলেই এককভাবে বা একত্রে 'বাধ্যতাকারী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)/আইনগত উত্তরাধিকারী/আইনগত প্রতিনিধি(দের) কে এখানে তালিকাভুক্ত, অর্থপ্রদানের আহ্বান জানিয়েছে নিম্নে প্রদত্ত বিশদ বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দাবি নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিবন্ধিত এডি পোস্ট এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ, এবং উল্লিখিত দায়বদ্ধকারীগণ/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনি প্রতিনিধি(গণ), যদি তারা চান, তাহলে সংশ্লিষ্ট কপি সংগ্রহ করতে পারেন সাধারণ অফিস সময়ের মধ্যে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে।

যেহেতু উল্লিখিত নোটিশটি যথাযথভাবে পরিবেশিত হয়নি, তাই আবারও নোটিশ দেওয়া হল, উল্লিখিত দায়বদ্ধকারী(গণ)/আইনগত উত্তরাধিকারী(গণ)/আইনগত প্রতিনিধিদেরকে, টিসিএল-কে পরিশোধ করার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে স্ব-স্ব বিজ্ঞপ্তি/গুলি, কলাম (ঘ) নীচে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে নীচে বিশদ বিবরণ সহ আরও সুদের সাথে তাদের নিজ নিজ নামের অধীনে এখানে নীচে নির্দেশিত পরিমাণ অর্থপ্রদানের তারিখ এবং/অথবা আদায়ের তারিখ, ঋণ চুক্তির সাথে পড়ুন এবং অন্যান্য নথি/লেখা, যদি থাকে, উল্লিখিত দায়বদ্ধকারী(গণ) দ্বারা ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত নিরাপদ সম্পদ (গুলি) যথাক্রমে উল্লিখিত দায়বদ্ধকারী(গণ) দ্বারা টিসিএল এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (ক)	উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম (খ)	মোট বকেয়া (টা) নিম্নোক্ত তারিখ মতে (গ)	দাবি নোটিশের তারিখ এবং (ঘ)	এলপিএ তারিখ (ঙ)	জামিনদাত্র সম্পদ/ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত (চ)
টিসিএফএল এ০৫৪০০০০১২১৪০৮৭৮	১. মেসার্স পুষ্পিতা হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে। ২) শুভজিৎ সেন (সহ ঋণগ্রহীতা) পিতা সমীর সেন। ৩) প্রার্থনা সরকার (সহ ঋণগ্রহীতা) স্বামী শুভজিৎ সেন। ৪) সমীর সেন (সহ ঋণগ্রহীতা) পিতা শৈলেন্দ্র নাথ সেন। ৫) শিপ্রা সেন (সহ ঋণগ্রহীতা)। ৬) দেবজিৎ সেন (সহ ঋণগ্রহীতা) পিতা সমীর সেন। সকলের অফিস/বসবাসের ঠিকানা : ১০/১ (উত্তর),১০/১, সি সি রায় চৌধুরী সরণি, থার্ড বাইলেন, সুভাষ নগর,পো :রবীন্দ্র নগর, থানা :দমদম,কলকাতা, চিহ্নিত স্থান : মিলন সমিতি ক্লাব, পরগণা উত্তর : ৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ।আরও ঠিকানা : ৩৪, এম পি সরণি ভিটিসি, উত্তর দম দম (এম), নিমতা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা :৭০০০৪৯, পশ্চিমবঙ্গ। আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এসিএলং এডি,৫মতল,আমেভা এনক্লেভ, ৬০৩, শরৎ বোস রোড, থানা : দমদম, দমদম ক্যান্টনমেন্ট,কলকাতা : ৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ। আরও ঠিকানা : পূর হোল্ডিং নং ১৩৪ এম পি সরণি, (নং দলিল অনুযায়ী), ১৩৪/১ এবং ১৩৪/২ (নং কর নথি অনুযায়ী) ওয়ার্ড নং ১১, মৌজা : উত্তর নিমতা,থানা :নিমতা,জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা,উত্তর দমদম পুরসভা -৭০০০৪৯, পশ্চিমবঙ্গ অধীন।	৩০,০৮,১৩৩ টাকা (তিরিশ লাখ আট হাজার একশ তেত্রিশ টাকা) ১৮ অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী	২১ অক্টোবর ২০২৪	৩ অক্টোবর ২০২৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা এবং তদন্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৪০০ বর্গফুট অংশত এলআর দাগ নং ২৫৪৫/৩৭৫৮ এবং ২৫৪৫/৩৭৭৪, এলআর খতিয়ান নং ২৬৪৯, জেএল নং ২, আরএস নং ১০২, তৌজি নং ৬৩/১৬৩/১৭২, মৌজা : উত্তর নিমতা, থানা : নিমতা ,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ১৩৪, এম পি সরণি (দলিল অনুযায়ী) এবং ১৩৪/১ এবং ১৩৪/২ এম পি সরণি (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১ উত্তর দমদম পুরসভা অধীন।

*পরবর্তী সুদ, অতিরিক্ত সুদ আরও নিশ্চিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত উপরে দাবি নোটিশে তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি এগনস্ত ব্যয় হয়েছে আদায় এবং /বা উশুলের জন্য। যদি উক্ত উত্তরদায়ী আইনি উত্তরাধিকারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ আদায়নানে ব্যর্থ হন টিসিএল এর নিকট উল্লিখিত মতে, পরবর্তীতে টিসিএল উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধি/উত্তরদায়ীগণের ঝুঁকি এবং যাবতীয় দায়নাম্বিতে।

উক্ত উত্তরদায়ী/আইনি উত্তরাধিকারী/আইনি প্রতিনিধিগণকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ কোনওভাবেই বিক্রি, ইজারা বা অন্যভাবে টিসিএল এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হচ্ছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আইন সতর্কতা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট আইন এবং রুল মোতাবেক জেল এবং/বা জরিমানার আওতায় পড়বেন।

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
তারিখ : ১৩.১১.২০২৪ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মাসিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 11.11.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইন্সপেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. সঞ্জীব দাস 2. উর্মিলা মিত্র 3. মেসার্স কানন জুয়েলার্স (এটির মালিক সঞ্জীব দাসের মাধ্যমে)	সম্পত্তির সমস্ত খুঁটিনাটি ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং. 3 যার পরিমাপ 720 বর্গ ফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এবং যা রাধাকৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট ফেজ - ii নামে পরিচিত এবং যা কমন প্যাসেজ, সিঁড়ি, উপরের তলার ছাদ, কমন স্পেস, ড্রেন, লিফ্ট, স্যানিটারি চেম্বার, জলের ট্যাঙ্ক, মোটর পাম্প, পাইপ লাইন প্রভৃতি সহ এবং যেটি সেই জমির উপর তৈরি এবং নির্মাণ করা হয়েছে যার পরিমাপ 17.56 দশমিক যা L.R খতিয়ান নং. 37/5, 37/6 এবং 37/7 এর অধীনে দাগ নং. 490 এর সাথে সম্পর্কিত R.s দাগ নং. 426-এর অংশ, J.I. নং. 99 মৌজা - কালীপুর ডানকুনি থানার অধীনে হুগলি জেলার ডানকুনি পৌরসভার 18 নং. পৌর ওয়ার্ডে অধীনে। সীমানা: পূর্ব — ফ্ল্যাট নং. 6; পশ্চিম — ফ্ল্যাট নং. 1; উত্তর — খোলা স্থান; দক্ষিণ — সিঁড়ির দিকে যাওয়ার কমন প্যাসেজ	H17292908210152 16 এবং H17292908210152 16L	19/06/2024	টা. 1,36,800/-	টা. 22,39,333.29/-	টা. 13,68,000/-	পূর্বে নির্ধারিত অ্যাপোয়েনমেন্ট দ্বারা সমস্ত কর্মদিবসে সকাল 10.00টা থেকে বিকেল 5.30টে পর্যন্ত।	11.12.2024 মধ্যরাত 12.00টা থেকে দুপুর 2.00টো পর্যন্ত।

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **02/12/2024** -এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **03/12/2024** -তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **04/12/2024** , যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - আশীষ সাহা, যোগাযোগ নং. 9800868054 এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, 15তম তলা, PS সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক DN, সল্টলেক সেক্টর V, কলকাতা 700091, পশ্চিমবঙ্গ এবং সম্ভোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং. 992068054, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: 6ষ্ঠ তলা, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মাসিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই - 400 098.** ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিস্তৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

স্বাক্ষরিত
তারিখ: 13.11.2024 অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

Chola
চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস : চোলা ক্রেস্ট, সিএ৪ এবং ৫৫, সুপার বি-৪, ব্লিক ৬ কেএ, ইন্ডিস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুড়ি

পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু মেসার্স চোলামন্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্সি কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ